খুলনা মহানগর ছাত্রদল নেতা মাহমুদুল হক টিটু ও ফেরদৌসুর রহমান মুন্নাকে খুলনা সদর থানা হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন
অধিকার

২২ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ১০.৩০ টায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর ডাকা হরতাল চলাকালে খুলনা মহানগরীর সদর থানার অন্তর্গত টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড এলাকা থেকে বিএনপি সমর্থিত জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল খুলনা মহানগর শাখার সহ-সাধারণ সম্পাদক এসএম মাহমুদুল হক টিটু (২৬) ও সদস্য ফেরদৌসুর রহমান মুন্নাকে (২২) সদর থানার পুলিশ সদস্যরা গ্রেপ্তার করে। পুলিশ সদস্যরা টিটু ও মুন্নাকে সকাল আনুমানিক ১১.৩০ টায় থানায় নিয়ে হাত ও চোখ বেঁধে ফ্যান ঝুলানোর হুকের সঙ্গে বেঁধে ঝুলিয়ে লাঠি দিয়ে পেটায় বলে তাঁরা অভিযোগ করেছেন।

এসএম মাহমুদুল হক টিটু সরকারি বিএল কলেজের ছাত্র। তাঁর পিতার নাম এসএম ইমদাদুল হক এবং ফেরদৌসুর রহমান মুন্না আযম খান কমার্স কলেজের ব্যবস্থাপনা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। তার পিতার নাম আতাউর রহমান।

অধিকার ঘটনাটি সরেজমিনে তথ্যানুসন্ধান করে। তথ্যানুসন্ধানকালে অধিকার কথা বলে-

- নির্যাতিত টিটু ও মুন্না এবং তাঁদের আত্মীয়-স্বজন
- টিটু ও মুন্নার চিকিৎসক
- সংবাদকর্মী
- হরতাল চলাকালীন গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি এবং
- আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে।

পিকেটিংকালে গ্রেফতার হওয়া কমার্স কলেজের ছাত্রদল নেতা মাহমুদুল হক টিটুকে সদর থানা য় ঝুলিয়ে পেটাচ্ছে ওসি কামরুজ্জামান। নাহিদ আঞ্জুমান নয়ন ছবিটি তুলেছে। ২২.০৪.১২

এসএম মাহমুদুল হক টিটু(২৬), নির্যাতিত ব্যক্তি

এসএম মাহমুদুল হক টিটু অধিকারকে জানান, ২২ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ৮.০০ টা থেকে বিএনপির ডাকা হরতালের সমর্থনে খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড মোড় এলাকায় বিএনপি সমর্থিত যুবদল এবং ছাত্রদল নেতা-কর্মীরা একত্রিত হয়ে শান্তিপূর্ণভাবে হরতালের কর্মসূচী পালন করছিলেন। সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) এসএম কামরুজ্জামান ও আরো ৪/৫ জন পুলিশ সদস্য হরতাল সমর্থনকারীদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচীতে বাধা দিলে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের বাকবিতন্ডা শুরু হয়। বাকবিতন্ডার এক পর্যায়ে পুলিশ সদস্যরা টিটু ও মুন্নাকে পুলিশ ভ্যানে উঠিয়ে থানায় নিয়ে যায়। পরে পুলিশ সদস্যরা টিটু ও মুন্নাকে থানা ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে যায়। এ সময় কনস্টেবল আবু সুফিয়ান, কনস্টেবল মাসুদসহ কয়েকজন পুলিশ সদস্য টিটুর হাত বেঁধে চেয়ারের ওপর ওঠায়। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে সিলিং ফ্যান ঝুলানোর হুকের সঙ্গে বেঁধে পায়ের নিচের চেয়ার সরিয়ে ঝুলিয়ে দেয়। তারপর ওসি কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে কয়েকজন পুলিশ সদস্য লাঠি দিয়ে টিটুর দুই পায়ে, পিঠে ও দুই হাতে বেধড়ক পেটায়। এ সময় তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। জ্ঞান ফেরার পর তিনি নিজেকে থানার মেঝেতে পড়ে থাকতে দেখেন। তাঁর পাশে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় মুন্নাকেও পড়ে থাকতে দেখেন। তখন তিনি মুন্নার জ্ঞান ফিরানোর চেষ্টা করেন। এ সময় পুলিশ সদস্যরা তাঁদের অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে। তাঁরা নির্যাতনে অসুস্থ্য হয়ে পড়ায় ২২ এপ্রিল ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৩.৩০ টায় এসআই হারুন অর রশিদ তাঁদের চিকিৎসার জন্য খুলনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যায়। চিকিৎসক তাঁদের ব্যবস্থাপত্রে কিছু ওষুধ লিখে দেন এবং টিটুকে এক্স-রে করানোর জন্য এসআই হারুন অর রশিদকে পরামর্শ দেন। এসআই হারুন অর রশিদ তাঁকে এক্স-রে না করিয়ে শুধু মাত্র একটা নাপা ট্যাবলেট আর একটা গ্যাস্ট্রিকের ট্যাবলেট কিনে দেয়। টিটু নিজের এবং মুন্নার ব্যবস্থাপত্র চাইলে এসআই হারুন অর রশিদ তা দেয়নি। টিটু বলেন, গ্রেপ্তারের পর সারাদিন তাঁকে কোন খাবার দেয়া হয়নি। পুলিশ সদস্যদের লাঠির আঘাতে তাঁর দুইহাত থেঁতলে গেছে যা তিনি অধিকার এর তথ্যানুসন্ধানকারীকে দেখান।

ফেরদৌসুর রহমান মুন্না (২২), নির্যাতিত ব্যক্তি

ফেরদৌসুর রহমান মুন্না (২২) অধিকারকে বলেন, ২২ এপ্রিল ২০১২ বিএনপির ডাকা হরতাল চলাকালে তিনি বাসা পরিবর্তন করছিলেন। বাসার মালামাল নেয়ার জন্য ভ্যান খুঁজতে সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড মোড়ে যান। কিন্তু হরতালের কারণে ভ্যান পাচ্ছিলেন না। আনুমানিক সকাল ১০.০০ টায় তিনি দেখতে পান, শান্তিপূর্ণভাবে অবস্থান নেয়া হরতাল সমর্থকদের কর্মসূচীতে পুলিশ সদস্যারা বাধা দিচ্ছে। এক পর্যায়ে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে হরতাল সমর্থকদের বাকবিতন্ডা শুরু হয়। তিনি দেখেন, পুলিশ সদস্যরা টিটুকে আটক করে পুলিশ ভ্যানে ওঠাচ্ছে। এমন সময় ওসি এস এম কামরুজ্জামান তাঁর কাছে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, "তুমি (মুন্না) এখানে কি করছো?" উত্তরে মুন্না "বাসা পাল্টানোর জন্য ভ্যান খুঁজছি" বলে জানালে ওসি বলেন, তোমার জামা ভিজা কেন? তুমি মিথ্যা কথা বলছো। একথা বলে তাঁকেও পুলিশ ভ্যানে তুলে। তারপর পুলিশ সদস্যরা তাঁদের দুইজনকে মারধর করে এবং অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে থানায় নিয়ে যায়। পরে থানা ভবনের দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে টিটুর চোখ এবং হাত বেঁধে সিলিং ফ্যান ঝুলানোর হুকের সঙ্গে ঝুলায় আর লাঠি দিয়ে পেটাতে থাকে। কিছুক্ষণ পর

দিগন্ত টেলিভিশনের খুলনা প্রতিনিধি ক্যামেরাম্যান নাহিদ আঞ্জুমান নয়ন, ইসলামী টেলিভিশনের প্রতিনিধি কেএম জিয়াউস সাদাত,সাংবাদিক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, সাংবাদিক এহতেশামুল হক শাওন দোতলায় উঠে আসলে ওসি এসএম কামরুজ্জামান পেটানো থামিয়ে সাংবাদিকদের নিয়ে নিচে নেমে আসে।

নাহিদ আঞ্জুমান নয়ন (৩১), ক্যামেরাম্যান,দিগন্ত টেলিভিশন,খুলনা

নাহিদ আঞ্জুমান নয়ন অধিকারকে জানান, ২২ এপ্রিল ২০১২ আনুমানিক সকাল ১০.০০ টায় এলাকার লোকজনের কাছ থেকে খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড মোড়ে হরতাল সমর্থক ও পুলিশ সদস্যদের মধ্যে সংঘর্ষের খবর জানতে পেরে তিনি ঘটনাস্থলে যান। তাঁর সঙ্গে ছিলেন ইসলামী টেলিভিশনের খুলনা প্রতিনিধি কেএম জিয়াউস সাদাত। তিনি দেখেন, টুটপাড়া মোড়ে পুলিশ এবং হরতাল সমর্থকদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া চলছে। কিছুক্ষণ পর ওসি এসএম কামরুজ্জামান ও ৪/৫ জন পুলিশ সদস্য দুইজন হরতাল সমর্থককে ধরে নিয়ে এসে রাস্তার মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রাখে। নয়ন জানতে পারেন তাঁদের একজনের নাম এসএম মাহমুদুল হক টিটু এবং অন্যজনের নাম ফেরদৌসুর রহমান মুন্না। তিনি তাঁদের ছবি তুলে ৬২ নম্বর স্যার ইকবাল রোডে অবস্থিত দিগন্ত টিভির অফিসে চলে যান। এ সময় ৬ কেডিএ ঘোষ রোডস্থ মহানগর বিএনপি কার্যালয় থেকে খবর আসে যে সেখানে বিএনপির কর্মী ও পুলিশ সদস্যদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে। সকাল আনুমানিক ১০.৪০ টায় তিনি ও কেএম জিয়াউস সাদাত বিএনপি কার্যালয়ে যান। বিএনপি নেতারা তাঁকে জানান,ওসি এসএম কামরুজ্জামান টিটু ও মুন্নাকে থানার ভেতর বেঁধে মারধর করছে। তিনি সেখানে উপস্থিত সংবাদকর্মীদের নিয়ে সদর থানায় যান। তিনি ডিউটি অফিসারের কক্ষ ও কলাপসিবল গেট পার হতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশ সদস্যরা বাধা দেয়। পুলিশ সদস্যদের বাধা সত্ত্বেও সাংবাদিক কেএম জিয়াউস সাদাত, সাংবাদিক মুহাম্মদ নুরুজ্জামান, সাংবাদিক এহতেশামুল হক শাওন এবং দৈনিক প্রবর্তন এর ফটো সাংবাদিক নাজমুল হক পাপ্পুকে সঙ্গে নিয়ে তিনি থানা ভবনের দোতলায় যান। সেখানে তিনি দেখেন ওসি এসএম কামরুজ্জামান, মুন্নার চোখ বেঁধে দাঁড় করিয়ে রেখেছে আর টিটুকে হাত বেঁধে সিলিং ফ্যান ঝুলানোর হুকের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখেছে। এ সময় তাঁরা সামনের টেবিলে কয়েকটি লাঠি পরে থাকতে দেখেন।

মহিবুজ্জামান কচি (৫০), গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তি

মহিবুজ্জামান কচি অধিকারকে বলেন, ২২ এপ্রিল ২০১২ সকাল আনুমানিক ৭.০০ টা থেকে তিনি বিএনপির নেতাকর্মীদের নিয়ে খুলনা করোনেশন স্কুলের সামনে হরতাল কর্মসূচী পালন করছিলেন। সকাল আনুমানিক ৮.৩০ টায় খুলনা সদর থানার ওসি এসএম কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে একদল পুলিশ সদস্য সেখানে আসে এবং তিনি কেন হরতাল সমর্থন করছেন এমন অভিযোগ তুলে তাঁকে আটক করে সদর থানায় নিয়ে যান। পুলিশ সদস্যরা তাঁকে থানা হাজতের সামনে একটি চাদরে বসতে দেয়। সকাল আনুমানিক ১১.০০ টায় ওসি কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে ৫/৬ জন পুলিশ সদস্য মহানগর ছাত্রদলের দুকর্মী টিটু ও মুন্নাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ সদস্যরা তাঁদের দুজনকে হাজতখানার দিকে আনার সময় ওসি এসএম কামরুজ্জামান তাঁদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করে একজোড়া হাতকড়া, মোটা দড়িসহ থানা ভবনের দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যেতে বলে। তাঁদের দ্বিতীয় তলায় নিয়ে যাওয়ার পর ওসি এসএম কামরুজ্জামানও সেখানে যায়।

৩/৪ মিনিট পর “ওরে মা , ওরে বাবা, বাঁচাও, বাঁচাও” বলে তিনি চিৎকার শুনতে পান। থানার সামনে বসে থাকা অবস্থায় আনুমানিক ১৫ মিনিট ধরে তিনি এ শব্দ শোনেন।

কনস্টেবল আবু সুফিয়ান,খুলনা সদর থানা, খুলনা

কনস্টেবল আবু সুফিয়ান অধিকারকে বলেন, ২২ এপ্রিল ২০১২ তিনি ওসি মোঃ কামরুজ্জামানের সঙ্গে ডিউটিতে ছিলেন। বিএনপির ডাকা হরতাল কর্মসূচী চলাকালে ছাত্রদলের দুইসদস্য টিটু ও মুন্না পুলিশের ওপর বোমা মেরে হত্যার চেষ্টা করছিল। তাই তাদের দুই জনকে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। কনস্টেবল আবু সুফিয়ান বলেন, টিটু ও মুন্নাকে হাত ও চোখ বেঁধে ভয় দেখানো হয়েছিল, কিন্তু মারধর করা হয়নি।

এসএম কামরুজ্জামান, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, খুলনা সদর থানা

এসএম কামরুজ্জামান অধিকারকে জানান, ২২ এপ্রিল ২০১২ বিএনপির ডাকা হরতালের জন্য টুটুপাড়া সেন্ট্রাল রোড মোড়ে পুলিশের মোবাইল টিম ডিউটি করছিল। সকাল আনুমানিক ১০.০০ টায় খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড মোড়ে হরতাল সমর্থনকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ও তিনটি পেট্রোল বোমা ছোঁড়ে বলে খবর পেয়ে তিনি ঘটনাস্থলে যান। এই সময় তিনি হরতাল সমর্থনকারীদের প্রতিরোধ করেন। পুলিশ সদস্যরা ছাত্রদলের দুই নেতা টিটু ও মুন্না কে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। বোমা ছোঁড়ার ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করতে টিটু ও মুন্নাকে থানার দ্বিতীয় তলার একটি কক্ষে নিয়ে যান। ভয় দেখিয়ে তথ্য বের করার জন্য তাদের চোখ ও হাত উঁচু করে বাঁধেন এবং জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু তিনি তাদের নির্যাতন করেননি। তিনি বলেন, হাত উচু করে বেঁধে জিজ্ঞাসাবাদ করা একটা কৌশল মাত্র বলে তিনি মনে করেন।

এসআই শাহ আলম, খুলনা সদর থানা, খুলনা

এসআই শাহ আলম অধিকারকে জানান, ২২ এপ্রিল ২০১২ খুলনা মহানগরীর টুটপাড়া সেন্ট্রাল রোড মোড়ে হরতালের প্রথম দিন তিনি সকাল আনুমানিক ৬.৩০ টায় গাড়ি নিয়ে ডিউটি করছিলেন। খুলনা মহানগর ছাত্রদলের সভাপতি আরিফুজ্জামান আরিফ ও সেক্রেটারি কামাল হোসেনের নেতৃত্বে হরতাল সমর্থকরা পিকেটিং করার জন্য হাতে লোহার রড, হকিস্টিক, কাঠের চলা, বাঁশের লাঠি, ইট পাটকেল, কাঁচের বোতলসহ সেখানে সমবেত হয়। তারা রাস্তায় চলাচলরত লোকজনকে থামিয়ে ভয় ভীতি দেখায় এবং রিক্সা ও ভ্যানের চাকার হাওয়া ছাড়াসহ চলাচলরত যানবাহন ভাংচুর করার জন্য উদ্যত হয়। তখন জনগণের জানমাল নিরাপত্তা ও আইন শৃংখলা রক্ষার্থে আরো পুলিশ সদস্যসহ পিকেটারদের পিকেটিং করতে নিষেধ করেন। হরতাল সমর্থনকারীরা তাঁর কথায় কর্ণপাত না করে আরো বেশী মারমুখী আচরণ শুরু করে। তাঁরা পুলিশ সদস্যদের ওপর ইটপাটকেল নিক্ষেপসহ লাঠি সোটা নিয়ে হামলা করে। তারা পেপসির বোতলে পেট্রোল ঢুকিয়ে তাতে আগুন ধরিয়ে পুলিশ সদস্যকে লক্ষ্য করে পর পর চারটি বোতল নিক্ষেপ করে। এ সময় তিনি বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে বিষয়টি উর্ধবতন কর্তৃপক্ষকে জানান। তাৎক্ষণিক খুলনা জোনের সিনিয়র সহকারী পুলিশ কমিশনার সাখাওয়াত হোসেন এবং খুলনা সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এসএম কামরুজ্জামান অতিরিক্ত পুলিশ ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। পিকেটারদের নিবৃত করার লক্ষ্যে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে প্রথমে লাঠিচার্জ এবং পরবর্তীতে পরিস্থিতি খারাপ দেখে পুলিশ

সদস্য মেজবাহ দুইটি গ্যাস সেল নিক্ষেপ করে। এ সময় হরতাল সমর্থনকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে এদিক সেদিক ছুটাছুটি করতে থাকে। পালানোর সময় পুলিশ সদস্যরা টিটু, মুন্নাসহ তিন পিকেটারকে আটক করে। হরতাল সমর্থকদের নিক্ষিপ্ত ইট পাটকেল ও লাঠির আঘাতে এসআই শাহ আলমের সঙ্গে থাকা পুলিশ সদস্য কাশেম, তারেকসহ বেশ কয়েকজন আহত হয়। আহত পুলিশ সদস্য ও গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিদের প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে থানায় নিয়ে যান। এ ব্যাপারে তিনি নিজে বাদী হয়ে সরকারী কর্মচারীদের উপর হামলা, সরকারি কাজে বাধাদান ও বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় টুটপাড়া থেকে আটক ছাত্রদলের দুনেতা টিটু, মুন্না ও মনিরুল ইসলামসহ ১৭ জনের নাম উল্লেখ করে ও অজ্ঞাতনামা ১৫০/২০০ জনকে অভিযুক্ত করে সদর থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। যার নম্বর নং-৩০, তাং ২২/০৪/১২, ধারা ১৪৭/১৪৮/১৪৯/১৮৫/৩৩২/৩০৭/৩৫৩/১০৯/৫০৬ দ-বিধি। এসআই জেলহাজ্ব উদ্দিন মামলাটির তদন্ত করছেন।

এসআই জেলহাজ্ব উদ্দীন, খুলনা সদর থানা, খুলনা

মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা এসআই জেলহাজ্ব উদ্দীন অধিকারকে বলেন, ২২ এপ্রিল ২০১২ তারিখে হরতালে গ্রেপ্তারকরা পিকেটারদের নিয়ে এসআই শাহ্ আলমের দায়ের করা মামলার তিনি তদন্ত করছেন। তিনি বলেন, এ মামলায় মোট তিন জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। ২৩ এপ্রিল ২০১২ তাঁদের ৫ দিনের রিমান্ড আবেদন করে খুলনা মহানগর হাকিম আদালতে প্রেরণ করা হয়। বিচারক স্বপন কুমার সরকার রিমান্ড না মঞ্জুর করে আটকৃতদের জেল গেটে জিজ্ঞাসাবাদের অনুমতি দেন। মামলার তদন্ত চলছে বলে তিনি জানান।

এসআই হারুন অর রশিদ, খুলনা সদর থানা, খুলনা

এসআই হারুন অর রশিদ অধিকারকে জানান, তিনি ২২ এপ্রিল ২০১২ ভ্রাম্যমাণ ডিউটি করছিলেন। দুপুরের দিকে তাঁকে ওয়ারলেস সেটে থানায় ডেকে এনে ডিউটি অফিসারের কক্ষে বসা দুই যুবককে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয়ার জন্য খুলনা জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যেতে বলা হয়। তিনি গাড়ীতে করে টিটু ও মুন্নাকে হাসপাতালে নিয়ে যান। এ সময় ওই যুবকদ্বয়কে হেঁটে হেঁটে গাড়ীতে উঠতে দেখা যায়। তখন তাদের খুব একটা অসুস্থ দেখা যায়নি। চিকিৎসা শেষে তাদের আবার থানায় রেখে টহল ডিউটিতে তিনি চলে যান বলে জানান। পরে জানতে পারেন, ওই যুবকদ্বয় ছাত্রদল কর্মী টিটু ও মুন্না।

শাহজাহান আলী, কমিউনিটি মেডিকেল সহকারী, খুলনা জেনারেল হাসপাতাল, খুলনা

মেডিক্যাল সহকারী শাহজাহান আলী অধিকারকে জানান, ২২ এপ্রিল ২০১২ বিকাল আনুমানিক ৪.১০ টায় খুলনা সদর থানার এসআই হারুণ অর রশিদ দুই যুবককে নিয়ে হাসপাতালের আসেন এবং চিকিৎসার জন্য ভর্তি করান। একজনের নাম এসএম মাহমুদুল হক টিটু, যার রেজিঃ নং-৪৮৩৪/২৭। অপরজনের নাম মোঃ ফেরদৌস রহমান মুন্না এবং যার রেজিঃ নং-৪৮৩৫/২৭। এদের মধ্যে টিটু তার হাতে ব্যাথা পেয়েছে বলে তাকে জানান। চিকিৎসা শেষে এসআই হারুন অর রশিদ টিটু ও মুন্নাকে নিয়ে চলে যান।

ডাঃ হিমেল সাহা, মেডিকেল অফিসার খুলনা জেনারেল হাসপাতাল

ডাঃ হিমেল সাহা অধিকারকে জানান, ২২ এপ্রিল ২০১২ বিকেল আনুমানিক ৪.১০ টায় খুলনা সদর থানার এসআই হারুণ-অর-রশিদ টিটু ও মুন্নাকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতালে আসেন। তিনি দুইজনকে চিকিৎসা দেন। টিটুর দু হাতের কব্জি পর্যন্ত কালো দাগ ছিল। তিনি বলেন, লাঠি দিয়ে পিটালে স্বাভাবিক ভাবে এ রকম দাগ হয়। মুন্নার তেমন কোন সমস্যা দেখা যায়নি। ডাঃ হিমেল সাহা জানান, তাদের ব্যবস্থাপত্রে ব্যাথা উপশমের জন্য কিছু ওষুধ ও টিটুকে এক্সরে করানোর জন্য পরামর্শ দেয়া হয়।

অধিকারের বক্তব্য

বাংলাদেশে একের পর এক নির্যাতনের ঘটনা দেশের আইনের শাসনকে প্রশ্নবিদ্ধ করে তুলেছে। বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির ৭ অনুচ্ছেদ এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা মর্যাদাহানিকর আচরণ বা শাস্তির বিরুদ্ধে কনভেনশন এর ৪(১) অনুচ্ছেদ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হচ্ছে এই নির্যাতনের ঘটনাগুলো। অধিকার মাহমুদুল হক টিটু ও ফেরদৌসুর রহমান মুন্নার উপর পুলিশী হেফাজতে চালানো নির্যাতনের সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বিচার দাবি করছে।